সাউথ ওয়েষ্ট এলাকার অন্যতম বৃহত্তম পবিত্র ঈদুল আয্হার জামাত অনুষ্ঠিত হয় মিন্টু পুলিশ সিটিজেনস ক্লাবে

আতিকুর রহমান ॥ মুসলিম উম্মাহর দুটি বড় ধর্মীয় উৎসবের অন্যতম হলো ঈদুল আয্হা। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় পশু কোরবানির মাধ্যমে ঈদুল আজহার আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হযে থাকে। গত ২৭ নভেম্বর শুক্রবার সিডনীর অধিকাংশ এলাকার মুসলানরা এ ধর্মীয় উৎসবটি অত্যন্ত আনন্দ ও উর্দ্দীপনার মধ্যে দিয়ে পালিত হয়েছে । সাউথ ওয়েষ্ট এলাকার অন্যতম বৃহত্তম বাংলাদেশীদের জামাত অনুষ্ঠিত হয় মিন্টু পুলিশ সিটিজেনস ইয়ূথ ক্লাবে। অস্ট্রেলিয়ান মুসলিম ওয়েলফেয়ার সেন্টার ও বাংলাদেশী অষ্ট্রেলিয়ান ওয়েলফেয়ার সোসাইটি এবং ক্যাম্বেলটাউন বাংলা স্কুলের সহযোগিতায় আয়োজিত পুলিশ সিটিজেন ক্লাবে ঈদের নামাজ শুরু হয় সকাল ৭.৩০ মিনিটে।

ম্যাকুয়ারী ফিল্ডস হাই স্কুল হল রুমে আকস্মিক আগুনে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্থ হওয়াতে আয়োজকরা অতি স্বল্প সময়ে স্থান পরিবর্তন করে মিন্টু পুলিশ সিটিজেনস ইয়ূথ ক্লাবে ঈদের জামাতের আয়োজন করে। কর্মদিবসে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হওয়াতে অনেকেই জামাতে শরীক হতে না পারলেও বিপুল সংখ্যক

মুসল্লি জামাতে শরিক হয়। জামাতে ইমামতি করেন সেফটনস্থ বাংলাদেশীদের মসজিদের প্রাক্তন পেশ ইমাম ও এডভাইজার ড. আবু ওমর ফারূক আহমদ।

খুতবার পর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন অষ্ট্রেলিয়ান মুসলিম ওয়েলফেয়ার সেন্টারের সাধারণ সম্পাদক ড. আনিছুল আফছার। তিনি স্বল্প সময়ে মিন্টো পুলিশ সিটিজেনস ক্লাবে স্থান পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন অসুবিধার জন্য আন্তরিকভাবে দু:খ প্রকাশ করেন এবং সংগঠনের কার্যক্রম তুলে ধরেন। তিনি জানান যে, সংগঠনের বর্তমান সদস্য সংখ্যা প্রায় তিন শতাধিক এবং মসজিদ প্রকল্পের জন্য এ পর্যন্ড় সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ প্রায় ষাট হাজার ডলার। কমিউনিটির সকলে এগিয়ে আসলে অচিরেই অত্র এলাকায় একটি মসজিদ ভিত্তিক কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠার আশা ব্যক্ত করেন। পরে মিন্টু মসজিদের প্রাক্তন পেশ ইমাম ও বিশিষ্ট আলেম শেখ আমিন দোয়া পরিচালনা করেন। দ্বিতীয়বারের মত অস্ট্রেলিয়ান মুসলিম ওয়েলফেয়ার সেন্টারের উদ্যোগে প্রকাশিত নামাজের সময় সূচীসহ বাৎসরিক সুদৃশ্য ক্যালেন্ডার জামাতের পর বিতরণ করা হয়। ইসলামী শরীয়াহর নীতিমালা অনুযায়ী কোরবানী সহীহভাবে সম্পন্ন করার জন্য অষ্ট্রেলিয়ান মুসলিম ওয়েলফেয়ার সেন্টার দ্বিতীয়বারের মত কোরবানীর ব্যবস্থা করেছে। উলেখ্য যে, বৃহত্তর ক্যাম্বেলটাউন ক্রমবর্ধমান মুসলমানদের সংখ্যা ক্রমশ: বৃদ্ধির ফলে অত্র এলাকায় একটি মসজিদের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। অষ্ট্রেলিয়ান মুসলিম ওয়েলফেয়ার সেন্টার একটি মসজিদ ভিত্তিক কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠার প্রকল্প নিয়েছে। নিরলসভাবে দীর্ঘদিন অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে। এ প্রকল্পে বাংলাদেশীদের সরাসরি সহযোগিতার প্রয়াসে বিভিন্ন কর্মসূচী বিশেষ করে মুসলিম ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবসগুলি পালন করে আসছে। কোরবানী, ঈদের জামাত ও ঈদ উৎসব সহ অন্যান্য অনুষ্ঠানগুলি সাফল্যের সাথে পালন করে আসছে।